রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১১, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি শাখা]

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.।

বিষয়: **বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত "Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India (ACMP)" এবং এ চুক্তির আওতায় স্বাক্ষরিত Standard Operating Procedure (SOP) এর অধীন পরীক্ষামূলক ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের কাস্টমস প্রক্রিয়াদি সম্পন্নকরণ।**

সূত্র: **১। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০৩৭.২৪.০২৭.১৫(অংশ-২).১০৫, তারিখ: ০৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.।**

নং ০৮.০১.০০০০.০৫৫.২২.০০১.২২/৩৯২—উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে "Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India" শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত

চুক্তির Article-2 অনুযায়ী গত ৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে উভয় দেশের মধ্যে একটি Standard Operating Procedure (SOP) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির আওতায় জুলাই, ২০২০ এ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম-আখাউড়া-আগরতলা রুটে একটি পণ্যচালানের প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রানজিট সম্পন্ন হয়েছিল। তৎপরবর্তীকালে অন্য রুটসমূহের মাধ্যমে উক্ত চুক্তির আওতায় পরীক্ষামূলক ট্রানজিট সম্পাদনের বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত ১৩-তম Joint Group of Customs (JGOC) এর সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভারতীয় পক্ষের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে (i) মোংলা বন্দর - তামাবিল স্থলবন্দর, (ii) মোংলা বন্দর - বিবিরবাজার স্থলবন্দর রুটে পরীক্ষামূলক ট্রানজিট পরিচালনা ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

০২। সূত্রীয় পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, বর্ণিত চুক্তির অধীনে (i) Kolkata-Mongla-Tamabil-Dawki-Nongpoh (ii) Kolkata-Mongla- Bibirbazar-Srimantapur-Silchar রুটে ৩০ জুলাই, ২০২২ খ্রি. তারিখে ভারতের শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দর (কোলকাতা) হতে Rishad Rayan নামীয় জাহাজে পরীক্ষামূলক ট্রানজিট চালানের কন্টেইনারজাত পণ্য মোংলা বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সম্ভাব্য আগামী ০৫ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে মোংলা বন্দরে পৌঁছাতে পারে। মোংলা বন্দর হতে বাংলাদেশি যানবাহনে করে একটি কন্টেইনারে ১৬ মে.টন Iron Pipe (i) মোংলা-তামাবিল-ডাউকি রুটে; এবং আরেকটি কন্টেইনারে ৮.৫ মে.টন Prefoam (ii) মোংলা-বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর রুটে ভারতে গমন করবে। দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির অধীন গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষামূলক পণ্যচালানসমূহের গমনাগমন নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও সফল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সূত্রীয় পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।

০৩। পরীক্ষামূলক পণ্যচালানসমূহ এবিষয়ে ইতঃপূর্বে স্বাক্ষরিত SOP অনুযায়ী ব্যবস্থিত হবে এবং উক্ত SOP’র Annexure-B অনুযায়ী Customs Transit Declaration (CTD) কাস্টমসের Computer System-এ দাখিলের অথবা কোনো কারণে কাস্টমসের Computer System-এ দাখিল সম্ভব না হলে তা ম্যানুয়ালি দাখিল করা যাবে এবং ইলেকট্রনিক লক ও সিল ব্যবহারের পরিবর্তে সাধারণ লক (সিলগালা করে) ব্যবহার করে প্রতি চালানের জন্য এক বা একাধিক এসকর্ট অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

০৪। **ট্রানজিট পদ্ধতি:**

ক) **মেনিফেস্ট:** ট্রানজিট পণ্য বহনকারী নৌযান বা অন্য কোনো বাহন বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দরে (Port of entry) আগমনের ক্ষেত্রে Customs Act, 1969 এর Section-43 অথবা Section-44 এর বিধান অনুযায়ী কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে অথবা ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের সংশ্লিষ্ট মডিউল কোনো কারণে ব্যবহার সম্ভব না হলে ম্যানুয়ালি প্রবেশ বন্দরের মেনিফেস্ট শাখায় জাহাজের মাস্টার অথবা অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক মেনিফেস্ট দাখিল করতে হবে। মেনিফেস্টে ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের জন্য যথাক্রমে For Transit অথবা For Transhipment উল্লেখ থাকতে হবে। অতঃপর মেনিফেস্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত মেনিফেস্টের তথ্যাদি যাচাই করবেন এবং মেনিফেস্ট নিবন্ধন নিশ্চিত করবেন।

খ) **CTD:** বর্ণিত চুক্তি ও SOP এর অধীন প্রতিটি পণ্য চালানের সঙ্গে SOP এর Annexure-B অনুযায়ী Customs Transit Declaration (CTD) থাকতে হবে। পণ্যচালানের প্রেরক (Consignor) বা অনুমোদিত ব্যক্তি পূরণকৃত CTD পাঁচ প্রস্থে ভারতের প্রস্থান বন্দরের (Port of Exit) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। ভারতের প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তা পাঁচ প্রস্থের উপর সিল ও স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং এক প্রস্থ নিজের কাছে জমা রেখে অবশিষ্ট চার প্রস্থ পণ্যচালানের প্রেরক বা তার অনুমোদিত এজেন্টের নিকট ফেরত দিবেন। পণ্যচালান বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দরে পৌঁছানোর পর পণ্যের প্রেরক বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধি চার প্রস্থ CTD বাংলাদেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। কাস্টমস কর্মকর্তা চার কপিতেই সিল ও স্বাক্ষর প্রদান করে চতুর্থ কপি জমা রেখে অবশিষ্ট তিন কপি ফেরত দিবেন। পণ্যের প্রেরক বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধি বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃক প্রত্যয়িত CTD এর তিন কপি প্রবেশ বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন যিনি CTD এর তৃতীয় কপি জমা রেখে পণ্যের প্রেরক বা অনুমোদিত ব্যক্তির অনুকূলে পণ্য ছাড় প্রদান করবেন। একইভাবে অবশিষ্ট দুই কপি CTD প্রবেশ বন্দরের সংশ্লিষ্ট গেইটের কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট দাখিল করলে গেইটে পদস্থ কাস্টমস কর্মকর্তা Exit note (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইস্যু করবেন। পণ্যচালান বাংলাদেশের প্রস্থান বন্দরে পৌঁছালে পণ্যের প্রেরক বা অনুমোদিত

ব্যক্তি দায়িত্বরত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট অবশিষ্ট ২ কপি CTD দাখিল করবেন। প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত দুই কপি CTD প্রত্যয়ন করবেন, এক কপি জমা রেখে অবশিষ্ট কপিটি পণ্যের প্রেরক বা অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করবেন যা ভারতের প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। তবে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে মেনিফেস্ট দাখিল করা হলে উক্ত সিস্টেমেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে CTD দাখিল করতে হবে।

গ) **অন্যান্য দলিলাদি ও শুল্কায়ন:** বর্ণিত CTD এর সঙ্গে বিল অব লেডিং, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট এবং SOP এর Annexure-A অনুযায়ী প্রযোজ্য শুল্ক-করের বিপরীতে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি বন্ড প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। পণ্যের মালিক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কাস্টম স্টেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো সি এন্ড এফ এজেন্ট অথবা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অথবা শিপিং এজেন্ট পণ্যের মালিকের পক্ষে এ বন্ড দাখিল করবে। বন্ড গ্রহণের পূর্বে পণ্যের শুল্কায়ন সম্পন্ন করে উক্ত বন্ডে শুল্ক-করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। সমস্ত দলিলাদিসহ নথিতে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে কাস্টম হাউসের যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা CTD এর সকল কপি প্রত্যয়ন করবেন এবং এর চতুর্থ কপিসহ অন্যান্য দলিলাদি নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

তবে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে CTD দাখিল করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত ঘোষণা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমেই যাচাই ও শুল্কায়ন করবেন এবং ম্যানুয়ালি দাখিলকৃত বিল অব লেডিং, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট এবং SOP-এর Annexure-A অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বন্ড যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে CTD প্রক্রিয়াকরণ করবেন। উক্ত সিস্টেম হতে মুদ্রিত CTD প্রয়োজনবোধে প্রমাণক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট সম্পাদনের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনবোধে ব্যবহারের নিমিত্তে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে মুদ্রিত CTD-এর ন্যূনতম চারটি কপিতে স্বাক্ষর প্রদান করে চতুর্থ কপি জমা রেখে অবশিষ্ট কপিসমূহ পণ্যের প্রেরক বা অনুমোদিত ব্যক্তিকে সরবরাহ করবেন।

ঘ) **চার্জ ও ফি:** Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section-129A এবং কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি-৫ অনুসারে আলোচ্য পরীক্ষামূলক ট্রানজিট পণ্যচালানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি ও চার্জ প্রযোজ্য হবে যা সংশ্লিষ্ট প্রবেশ কাস্টমস দপ্তরের ট্রেজারি চালান অথবা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে জমা করতে হবে:

ক্র. নং	খাত	ফি/চার্জ (টাকায়)	কোড
ক.	ডকুমেন্ট প্রসেসিং ফি	৩০/- (প্রতি চালান)	১/১১৩১/...../০৪২১
খ.	ট্রানশিপমেন্ট ফি	২০/- (প্রতি মে. টন)	
গ.	সিকিউরিটি চার্জ	১০০/- (প্রতি মে. টন)	
ঘ.	এসকর্ট চার্জ	৫০/- (প্রতি মে. টন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	
ঙ.	বিবিধ প্রশাসনিক চার্জ	১০০/- (প্রতি মে. টন)	
চ.	কন্টেইনার স্ক্যানিং ফি	২৫৪/- (প্রতি কন্টেইনার)	
ছ.	ইলেকট্রিক লক এন্ড সিল ফি	বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ	-

ঙ) **স্ক্যানিং:** কন্টেইনারসমূহ প্রবেশ কাস্টমস স্টেশন (ক্ষেত্রমত প্রস্থান কাস্টমস স্টেশনে) এর সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা বা কমিশনার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্ক্যানিং করতে হবে।

চ) **সিল ও লক:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ইলেকট্রনিক সিল ও লক সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত কন্টেইনারের সিল পরীক্ষা করে তা যদি অক্ষত পাওয়া যায় তাহলে উক্ত সিলের নম্বর CTD-সহ সকল দলিলাদিতে এন্ট্রি করে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত লকও (সিল গালাসহ) সংযোজন করতে পারে। কন্টেইনারসমূহ বন্দর থেকে বাংলাদেশি যানবাহনে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে যতদিন পর্যন্ত লক ও সিল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ না করা হবে, ততদিন এ সংক্রান্ত ফি আদায়যোগ্য হবে না।

ছ) **ট্রানজিট কাল:** বাংলাদেশে প্রবেশের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পণ্যচালান বাংলাদেশ ত্যাগ করবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হলে সময় বর্ধিত করা যেতে পারে।

জ) **এসকর্ট:** পণ্যচালান বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর হতে প্রস্থান বন্দর পর্যন্ত পরিবহনকালে এক বা একাধিক এসকর্ট কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা পণ্যচালানের সঙ্গে এসকর্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেইসাথে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা পণ্যচালানের সাথে থাকবেন।

ঝ) **প্রস্থান:** পণ্যচালান প্রস্থান বন্দরে পৌঁছানোর সাথে সাথে প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তা সিল, লক (যদি থাকে), যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি মিলিয়ে দেখে CTD এর ন্যূনতম ২ (দুই) কপি প্রত্যয়নপূর্বক দ্বিতীয় কপিটি সংরক্ষণ করে অন্যান্য কপি পণ্যের প্রেরক বা অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি নথিতে সংরক্ষণ করবেন। তবে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে CTD দাখিল করা হয়ে থাকলে ট্রানজিট পণ্যচালানের সিল, লক (যদি থাকে), যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি মিলিয়ে দেখে উক্ত সিস্টেমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্রানজিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন এবং কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে মুদ্রিত CTD এর ন্যূনতম ২ (দুই) কপি প্রত্যয়নপূর্বক দ্বিতীয় কপিটি সংরক্ষণ করে অন্যান্য কপি পণ্যের প্রেরক বা অনুমোদিত ব্যক্তিকে প্রদান করবেন।

ঞ) **বন্ড অবমুক্তকরণ:** পণ্যচালান বাংলাদেশ সীমানা অতিক্রমের প্রমাণক পাওয়ার পর প্রবেশ কাস্টমস স্টেশনের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ গৃহীত বন্ড অবমুক্ত করবে। প্রমাণক হিসেবে বাংলাদেশের প্রস্থান বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়িত CTD-সহ আনুষঙ্গিক দলিলাদির কপি পণ্যের মালিকের নিয়োজিত এজেন্ট প্রবেশ কাস্টম দপ্তরে দাখিল করবে।

০৫। এই আদেশে বর্ণিত হয়নি এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে বা কোনরূপ অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে এই সংক্রান্ত SOP-তে বর্ণিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অধিকন্তু, এ বিষয়ে জারিকৃত কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর প্রযোজ্য বিধানাবলিও অনুসরণীয় হবে।

০৬। কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা; কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা এবং মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণসহ বর্ণিত পণ্যচালানের গমনাগমন নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও সফল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।

০৭। উপরিউক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক পণ্যচালানের কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সম্পূর্ণ ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকা ত্যাগ করার পর সামগ্রিক কার্যক্রমের বিবরণ এবং ট্রানজিট চালানের সুচারূ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ থাকলে তা-সহ কাস্টম হাউস, মোংলা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা এবং কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা পৃথক পৃথক প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবে।

০৮। Customs Act, 1969 এর Section 219B এবং কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি-১৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ তারেক মাহমুদ
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd